মার্চেন্ট অফ ভেনিস

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

মার্চেন্ট অফ ভেনিস

ভূমিকা ও ভাষান্তর

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

মনফকিরা
www.monfakira.com

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

মার্চেন্ট অফ ভেনিস

ভূমিকা ও ভাষান্তর : সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-80542-63-8

প্রকাশক : মনফকিরা

২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, মুকুন্দপুর,

কলকাতা ৭০০ ০৯৯

বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১/ ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২/ ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫

ওয়েবসাইট : www.monfakira.com

ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/

monfakirabooks@yahoo.co.in

ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com

ফেসবুক : https://www.facebook.com/monfakira2013

গুগল প্লাস : https://plus.google.com/u/0/111119619973026469315/posts

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড,

কলকাতা ৭০০ ০০৯

৬০ টাকা

ভূ মি কা

অনুবাদ তথা ভাষান্তর যে-কোন ক্ষেত্রেই কঠিন। কবিতার ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। গদ্য মাঝে-মধ্যে সহজতর। আর নাটকের জগতে অনুবাদ সম্পূর্ণ অপ্রতিম। নাটক অনুবাদ দুই ধাঁচের— প্রথমত কেবল পাঠনির্ভর, দ্বিতীয়ত অভিনয়মুখী। তৃতীয় একটি সম্ভাবনা থাকে, সেটি অবশ্য সঠিক অর্থে অনুবাদ নয়, তাকে অনুপ্রেরণা অবলম্বনে পুনর্লিখন বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে লেখক মূল রচনার কাহিনীসূত্র নিয়ে তাতে আধুনিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গের রেশ মিশিয়ে এক নতুনতর পাঠ সৃষ্টি করেন। বর্তমানে এই ধারা খুবই জনপ্রিয়। শেক্সপীয়ারের নাটক সে সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় দিলেও অনেক সময়ে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, কারণ এই সমস্ত নাটকের বিষয়বস্তু আজও সর্বজনীন। অভিনয় প্রধান উদ্দেশ্য হলে মঞ্চকল্প ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হয় সংলাপ। মনে রাখতে হয়, দর্শক নাটকের এক অত্যাবশ্যক অংশ, তাদের অনুপস্থিতি অভিনয়কে প্রায় মূল্যহীন করে তোলে। সুতরাং ভাষা যদি প্রাঞ্জল না-হয়, তা হলে তা দর্শককে আকর্ষণ করবে না; বরং তাঁদের উদাসীন করে তুলবে। শেক্সপীয়ার অনুবাদের সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর নাটকের ভাষা সমসাময়িক এবং বেশ কিছু অংশে তা কবিতা। যখনই আবেগের আধিক্য আসে, তখনই গদ্য হয়ে ওঠে অপ্রতুল। গদ্য-কবিতার এই ওঠা-নামা ভাষান্তরেও খানিক পরিবর্তন দাবি করে। মূল ভাষার কাব্যাংশকে সব সময়ে অন্ধ ভাবে অনুসরণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে কবিতার উপর অনূদিত ভাষার দাবিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের যাবতীয় চরিত্রের মধ্যে শাইলক নামক সৃষ্টি এক অনবদ্য স্থানের দাবিদার। বিতর্ক নামকরণের অবস্থান নিয়ে হোক, বা মানবিকতার সংজ্ঞা নিয়ে, এই চরিত্র দর্শক/পাঠকের সামনে এক গুরুতর সমস্যা। খলচরিত্র যদি তথাকথিত নায়কদ্বয়ের থেকে বেশি সমবেদনা পায়, তা হলে নাটকের পরিকল্পনার এক অভূতপূর্ব সমস্যায়ন আধুনিক পাঠের পাথেয় হয়ে ওঠে। নাটকটির নামচরিত্র

অ্যান্টনিও, না শাইলক, তা নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমনও সম্ভব যে নাট্যকার পক্ষ নিয়েছেন একজনের, কিন্তু সমসাময়িক রাজনীতি তথা বাজারকে উপেক্ষা করতে পারেননি। পারিপার্শ্বিক ও ধর্ম, উভয়ই শেক্সপীয়ারকে বাধ্য করেছে অ্যান্টনিওকেও ব্যবসায়ী রূপে সকলের সামনে আনতে। তা নইলে অ্যান্টনিওর বাণিজ্য-বিবেচনা বা তার ভাগ্য হয়তো কিঞ্চিৎ অতিরিক্তের দিকেই। ন'টি জাহাজই ডুবে যাওয়া যেমন দুঃসম্ভব, তেমনই শাইলকের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় হওয়াও আশ্চর্য। সারা ভেনিস শহরের কেউ এই উচ্চপ্রশংসিত ও সম্মানিত মানুষটির পাশে দাঁড়াল না, তা-ও মেনে নেওয়া মুশকিল। তা হলে কি অ্যান্টনিও চেয়েছিল আত্মহত্যার দিকে এগোতে? নাকি, অ্যান্টনিওর গ্রহণযোগ্যতা সংশয়হীন ছিল না। সে প্রশ্ন অন্যখানে।

শাইলকের প্রতি বাকি ভেনিসবাসীর ঘৃণা কখনওই প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত নয়। বরং তার প্রাকট্য বিস্ময়কর। এই ঘৃণা অবশ্য শাইলক ব্যক্তিটির প্রতি নয়, তার জায়গায় টুবাল বা অন্য যে-কোন ইহুদি থাকলেও মনোভাব একই হত। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে সবার মাঝেও শাইলকের অর্থগৃধ্নুতা সর্বাধিক, তার প্রতিহিংসা-পরায়ণতাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বারে-বারে যে-আচরণের নমুনা অ্যান্টনিওর দিক থেকে পাওয়া যায়— ব্যাসানিও, ল্যান্সেলট বা লরেঞ্জোর মতো পরাশ্রয়ী বা ভৃত্যস্থানীয়রাও যে-ধারা অনুসরণ করে, তা মানবিকতাবিমুখ। হয়তো তৎকালীন ইংল্যান্ডে এই ব্যবহার গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু বর্তমান পাঠক ও দর্শকের কাছে তা অত্যাচারের সমান হয়ে ওঠে। এই আচরণের স্বাভাবিক পরিণাম প্রতিহিংসা।

ধর্মবিদ্বেষ সময় এবং মানচিত্রের ঊর্ধ্বে। খ্রিস্টীয় ধর্মের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ যতটা, অন্য ধর্মের প্রতি তাদের সহনশীলতা ততটাই কম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা অন্যান্য যাবতীয়ের থেকে বরাবর শুধু বেশি এমন নয়, পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ধর্মপ্রচারকদের হাতে। এ কথা অবশ্যই সত্যি যে-কোন ধর্মকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অন্যায়। ধর্ম মানুষ বাদ দিয়ে অস্তিত্বহীন। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থ-অন্বেষণ সমস্ত মূল্যবোধকেই কলুষিত করে তোলে। অতীত ও বর্তমান একত্রে এই তত্ত্বের প্রমাণ। সংগঠিত ধর্ম মানুষকে অনেক সময়েই বিপথে চালনা করে। আর তার সাথে যুক্ত হয় রীতি, অভ্যাস ও ক্ষমতার রাজনীতি। ইউরোপ তথা পৃথিবীর সব কোণেতেই ইহুদিরা থেকেছে অবাঞ্ছিত, ব্রাত্য। এলিজাবেথ-এর ইংল্যান্ড নবজাগরণের উল্লাসে উদ্দীপিত হলেও, বেশ কয়েকটি অংশে মধ্যযুগের অন্ধকার হারিয়ে যায়নি। একদিকে যেমন সামুদ্রিক দস্যুবৃত্তি দেশের ভাণ্ডারকে ভরপুর করে তুলছিল, আর উপনিবেশের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছিল অভিযানের উৎসাহ— তেমনই এ সময়ে লন্ডন শহরে ইহুদিদের

সংখ্যা ছিল শূন্য। যে-কারণে এই সময়ের দুই বিখ্যাত ইহুদি চরিত্রই— ক্রিস্টোফার মারলো-র বারাবাস এবং শেক্সপীয়ারের শাইলক— ভিনদেশি।

ভিনদেশি চরিত্র নাট্যকারের কাছে এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক। মুখ্য চরিত্রাবলি ইংরেজ না-হওয়ায় শেক্সপীয়ার বিনা ভ্রূক্ষেপে তাদের চিত্রায়ণ করতে পেরেছেন। শাইলক চরিত্রটিকে এবং নায়কদলের স্বরূপ তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে লুকোতে হয়নি। যদিও বহুদিন ধরেই পাঠক ও দর্শক শাইলককে খলচরিত্র হিসাবেই দেখেছে, এবং নাটকটিকে কখনওই কমেডি ধারার বাইরে ভাবেনি, তবু অন্তর্নিহিত পাঠ— subtext— বদলায় না। কিন্তু একদিকে যেমন পোর্শিয়ার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অন্য দিকে ভেনিসবাসী আর-এক ব্যবসায়ীর— নামচরিত্র?— চরম বিপর্যয়ের ট্র্যাজেডি, পাঠকের সামনে দুই সম্ভাবনাই উপস্থাপন করেছেন নাটককার। শেষ সিদ্ধান্ত পাঠক/দর্শকের।

মার্চেন্ট অফ ভেনিস-এর অনুবাদ আর-একটি সমস্যা উত্থাপন করে। নাটকের শুরুর দিকের যে-আবেগপ্রবণতা, তা শেষদিকে শেক্সপীয়ার নিজেই আর বজায় রাখেননি। তার কারণ নাটকের বিষয়। এ নাটক ছন্দপতনের। ঘটনার ক্রমবিন্যাস এখানে মূলত শাইলক চরিত্রের বিবর্তনের সাথে-সাথে বাকিদের মুখোশের প্রলেপ উন্মোচনে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। শুরুর চরিত্রগুলির সাথে শেষের চেহারা— এই প্রকাশ এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায় থেকে শুরু করে প্রেম-কাহিনীর সব বিভাগেই দেখা যায় ভাঙন। অন্য পাঠ সম্ভব, কিন্তু তবু এ নাটক আপোসের। সেই ছন্দ থেকে অস্বস্তির দিকে প্রবাহ অনুবাদেও প্রকাশ পায় গদ্যের ক্রমাধিক্যে এবং মধ্যসংলাপ ছন্দবিপর্যয়ে। কিছু অংশের গুরুচণ্ডালি বা কথ্যতা মূল সংলাপ অনু-প্রাণিত— যদিও আক্ষরিক অনুবাদের প্রচেষ্টা সাধারণত এড়িয়েই চলা হয়েছে— এবং তা চরিত্রায়ণের গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুতরাং অনুবাদকের দায়িত্ব মূল আখ্যান-ধারাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া। পঞ্চম অঙ্ক এই অনুবাদে অনুপস্থিত। সময়ের কথা বিবেচনা করে সেটিকে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্য হিসাবে সামান্য সংক্ষিপ্তাকারে রাখা হয়েছে।

আমার বাবা সলিল বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা, তাঁর অসামান্য সব অনুবাদের কাজ এবং মৌলিক সৃষ্টি আমার সৃষ্টিসত্তা গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। মা সবিতা বিশ্বাসের ক্লান্তিহীন সমর্থন আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। আমার স্ত্রী জয়া ও বোন সমতা নানা পরামর্শে অনুবাদের এই কাজে সাহায্য করেছে।

আমার সৌভাগ্য যে আমার গবেষণার কাজ আমি অধ্যাপক দীপেন্দু চক্রবর্তীর কাছে করতে পেরেছি। তাঁর এবং অধ্যাপক চিন্ময় গুহ-র স্নেহ ও সান্নিধ্য আমার কাছে মূল্যবান।

আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমার অস্তিত্বের অংশ।

আমার সহকর্মী বন্ধুরা আমাকে চিরকাল উৎসাহ দিয়েছেন।

সহকর্মী কৌশিককিশোর সর্বাধিকারী ও প্রীতিশকুমার মণ্ডলের আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে নিকটাত্মীয় বিয়োগের সমান। আমার প্রথম শেক্সপীয়ার অনুবাদ আমি তাঁদের স্মৃতিতে উৎসর্গ করছি।

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস
কলকাতা

মার্চেন্ট অফ ভেনিস

স্থান : ভেনিস ও বেলমন্ট

পাত্র-পাত্রী

অ্যান্টনিও : ভেনিসের ব্যবসায়ী
ব্যাসানিও : অ্যান্টনিও-র বন্ধু
শাইলক : ইহুদি মহাজন
পোর্শিয়া : অভিজাত ধনী-কন্যা
নেরিসা : পোর্শিয়া-র সহচরী
ভেনিসের রাজা
মরক্কোর রাজপুত্র
অ্যারাগনের রাজপুত্র
সালানিও, সালারিনো, সালেরিও,
গ্রেশিয়ানো : অ্যান্টনিও ও ব্যাসানিও-র বন্ধু
জেসিকা : শাইলকের কন্যা
লরেঞ্জো : জেসিকার প্রেমিক
টুবাল : ইহুদি মহাজন
ল্যানসেলট গোবো : শাইলকের পরিচারক
বৃদ্ধ গোবো : ল্যানসেলট গোবো-র পিতা
লিওনার্দো : ব্যাসানিও-র পরিচারক
বালথাজার ও স্টেফানো : পোর্শিয়ার পরিচারক
সভাসদ, কারারক্ষী ও অন্যান্য সহচর-সহচরী

প্র থ ম অ ঙ্ক

প্র থ ম দৃ শ্য

ভেনিসের রাস্তা

অ্যান্টনিও, সালারিনো, সালানিও-র প্রবেশ

অ্যান্টনিও : হ্যাঁ, বিষণ্ণতার অবসাদে অবসন্ন আমি।
তোমাদের আনন্দে আমার এই দশা বড়ই বেমানান।
কিন্তু সত্যি বলি, জানি না, এর উৎস কোথায়!
কীসের থেকে ছোঁয়া!
কুড়িয়ে পেলাম কোন্ সে পথে. . .
নিজের পথ যে নিজেই ভুলি, হয়তো বা নিজেকেও!
সালারিনো : তোমার মন সাগরপথে। জাহাজগুলির পালে।
সমুদ্রের ঢেউয়ের খেলায় ব্যস্ত তারা।
আমরা বুঝি!
সালানিও : সত্যি বুঝি। বিরাট তোমার ঝুঁকি। সব সম্বল একটি দানে—
বাণিজ্য দেবী অবশ্য তোমার উপর সদাহাস্যময়— তবু
নয়টি তরী তীরের থেকে অনেক দূরে!
সে চিন্তার অবসাদ তো কম হতে পারে না।
সালারিনো : আমার পণ্য অমনতর হলে
মন্দ বাতাস সকাল-বিকেল ভেবে
বন্ধু-মিত্র ত্যাগ করে কেবল সাগর-পাড়ে বসে থাকতাম
দিন গুনতাম, ঢেউ গুনতাম, গুনতাম সব পাখি—
হয়তো ভেনিস বন্দরের মানুষ গোনা থাকত না আর বাকি!
পাথর ছুঁড়ে জলের মাঝে পাতার খেয়া—
আনত মনে এদিক-সেদিক কথা।
মহামূল্য সামগ্রী সব ভারত-সাগরতলে যদি মৎস্যখাদ্য হয়!

মৎস্যকন্যার চিকন কাপড়, মন্দ নয় সে চিত্র,
তবু সর্বস্বর আজব এই খেলা— ঠিক কি তাহা মিত্র!

অ্যান্টনিও : সত্যি বলি? সে সব কথা মনের কোথাও নেই।
সর্বস্ব বাণিজ্যেতে সর্ব দিকেই খেই।
নয়টি জাহাজ নয়টি দিকে— সামান্য সে ঝুঁকি।
তবু আমার মনের মাঝে কার সে আঁকিবুঁকি?

সালারিনো : তা হলে তো প্রণয়-অসুখ!

অ্যান্টনিও : ছিঃ, ছিঃ! কী যে বলো!

সালারিনো : প্রেমকাহিনী নয়!
তা হলে তো অসুখ কেবল সুখের খোঁজে হয়!
তোমার তবে কষ্টবাতিক স্পষ্ট করে বলো।
সুখ-দুঃখের অলীক খেলা তাই কি তুমি খেলো?
দুই মুখো সেই জানুস মুখোশ— একটা মুখে হাসি,
অন্য সে মুখ বিষাদমুখর— তোমার কথায় আসি,
তুমিও কি তার চেলা?
তাই কি সুখে অবহেলা?

সালানিও : ঐ যে আসে ব্যাসানিও, তোমার মনের ভাই।
সঙ্গে আছে সাঙ্গোপাঙ্গ, আমরা তবে যাই?

সালারিনো : ক্ষমা কোর। ইচ্ছা ছিল হাসিয়ে যাব।

অ্যান্টনিও : কী যে বলো, এমন দু'জন বন্ধুযুগল কোথায় খুঁজে পাব!

ব্যাসানিও, গ্রেশিয়ানা, লরেঞ্জো-র প্রবেশ

সালারিনো : সুপ্রভাত সকলকে।

ব্যাসানিও : সুপ্রভাত, বন্ধুগণ। চলুন, হাসিঠাট্টার পালা শুরু করা যাক। কিন্তু সকলে এত গম্ভীর কেন?

সালারিনো : আজ একটু তাড়া আছে। যদি অনুমতি দেন, তা হলে এগোই।

সালারিনো, সালানিও-র প্রস্থান

লরেঞ্জো : ব্যাসানিও, তোমার বন্ধুকে পেয়ে গেছ, আমরাও এ বার কেটে পড়ি। কিন্তু রাতের গল্পটা ভুলে যেও না। আমরা অপেক্ষা করব।

ব্যাসানিও : চিন্তা নেই।

গ্রেশিয়ানো : অ্যান্টনিও, আপনাকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ লাগছে? তা একটু দর্শন ছেড়ে সুদর্শনের সন্ধানে যদি মন দেন— থুড়ি, সুদর্শনার সন্ধানে!

অ্যান্টনিও : আসলে এই নাটকে আমার ভূমিকাটাই বিষণ্ণতার। আর যার জন্য যা লেখা, কে তা লঙ্ঘন করতে পারে!

গ্রেশিয়ানো : তা হলে আমি আমার ভূমিকায় নামি। আমি হলাম এই গল্পের বিদূষক। আমি এ সব কান্নাকাটির দূষণ সইতে পারি না। মর্মরের মর-মর ভাব তখনই নেব, যখন আমি মূর্তিতে পরিণত হব। তার আগে আমার বিমূর্ত চেহারা কেউই দেখবে না। তারুণ্যতারল্যে পিপাসা নিবৃত্ত করুন। সেই দোলায় ভাসিয়ে দিন নিজেকে। বিশেষজ্ঞের বিশেষ অজ্ঞতা ছেড়ে জ্ঞানবৃদ্ধের অবয়বকে দিন জলাঞ্জলি। দুঃখবিলাসের থেকে বিলাস ঢের ভালো; অন্যথায় কেবল ভোগান্তি। কী লরেঞ্জো, ঠিক বলিনি? চলো, বিপথগামী হই।

লরেঞ্জো : জ্ঞানবৃক্ষ-জ্ঞানবৃদ্ধ আরও কত কী! তুমি কি মানুষকে কথায় মৃত করবে?

গ্রেশিয়ানো : বছর-দুয়েক থাকো আমার সাথে। দেখবে তুমিও কত বড় বকবক্তায় পরিণত হয়েছ! তখন আমাকে গাল দেবে।

অ্যান্টনিও : ধন্যবাদ, বন্ধুরা। জীবনখেলায় এ বার মাতব— কথা দিলাম।

গ্রেশিয়ানো : এলাম তা হলে।

গ্রেশিয়ানো, লরেঞ্জো-র প্রস্থান

অ্যান্টনিও : কিছু মানুষ পাল্টায় না।

ব্যাসানিও : হ্যাঁ, হাজার-হাজার শব্দের সমষ্টি হচ্ছে গ্রেশিয়ানো। যদিও যোগফল শূন্য। কাজের কথাও হারিয়ে যায় অকাজের মাঝে। যতক্ষণে মানেটা উদ্ধার হয়, দেখা যায় পরিশ্রমটাই বৃথা।

অ্যান্টনিও : বলো এ বার, কোন্ সে দেবী, যার জন্য ব্যাকুল হয়ে এলে।

ব্যাসানিও : অ্যান্টনিও, তুমি আমায় জানো। হিসাবপত্র আমার একেবারেই অচেনা। আমার বন্ধুবাৎসল্য কিঞ্চিৎ বেশি। আর টাকাপয়সা, সম্পত্তি সেই তুলনায় কম। কেউ-কেউ বলে আমি টাকা ওড়াই। আমি বলি, আমি বাঁচতে ভালোবাসি। আর তার জন্য দু'চার টাকা দেনা কি অন্যায়? অবশ্য ইদানীং ব্যাপারটা আর দু'চার টাকা নেই। এই তো, তুমিই আমার কাছে পাবে. . .

অ্যান্টনিও : আঃ, থাক না সে কথা। তুমি তো জানো, তোমার জন্যই আমার সব— আমার টাকা তো তোমারই। তাতে আবার ধারদেনার প্রশ্ন! ছিঃ, ছিঃ!

ব্যাসানিও : ছোটবেলায় শিখেছিলাম যখন একটা তীর হারিয়ে যায়, সেই দিকে ছুঁড়তে হয় আর-একটাকে। তা হলে দ্বিতীয়টা তোমায় নিয়ে যাবে প্রথমটার কাছে। তাই আমি তোমার কাছেই আবার হাত পাতব। আর-একবার আমায় সাহায্য করো। এই বার আশা করি পুরোটাই তোমায় ফেরত দিতে পারব।

অ্যান্টনিও : তুমি জানো আমি তোমার অনুরোধ ফেলতে পারব না। আমার শেষ মুদ্রাটাতেও তোমার নাম লেখা। তুমি আমার সম্বল। তোমার কুণ্ঠা আমার কাছে বেদনা, ব্যাসানিও। বলো, তুমি কী চাও।

ব্যাসানিও : বেলমন্ট শহরে যাব। সেখানে এক বনেদি পরিবারের একমাত্র উত্তরসূরি এক কন্যা থাকে। পোর্শিয়া তার নাম। তার বাবা মারা গেছেন ক'দিন আগে। এখন সে অরক্ষণীয়া, শুনেছি তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। বহু মানুষ তার পাণিপ্রার্থী। জানি, বলবে আমার কী বা আশা! কিন্তু সেই সুন্দরী বিদুষীকে দেখেছিলাম একবার। তার নম্র চোখ হয়তো বলতে চেয়েছিল কিছু। কিন্তু আমার হাল তখন আরও করুণ। সাহস ছিল না তার বাবার সামনে যাওয়ার। এখন বেলমন্ট পৌঁছলে হয়তো একটা হিল্লে হয়েই যাবে।

অ্যান্টনিও : ব্যাসানিও, আমার সব মূলধন আমার জাহাজগুলোয়। এই মুহূর্তে আমি নিঃস্ব। কিন্তু তবুও আমি অ্যান্টনিও— টাকার প্রয়োজন তোমাকে আটকাবে, তা তো হতে দিতে পারি না। দেখা যাক, তোমার জন্য হাত পাতব— সেই তো আমার পাওয়া। চলো, দু'জন মিলে দেখি। তোমায় কেউ ধার দেবে না ঠিকই, কিন্তু আমি তো আছি।

প্রস্থান

দ্বি তী য় দৃ শ্য

বেলমন্ট। পোর্শিয়া-র বাড়ি

পোর্শিয়া ও নেরিসা-র প্রবেশ

পোর্শিয়া : নেরিসা, বড় ক্লান্ত লাগে আজকাল। বয়স যেন অনেক বেড়ে গেল।

নেরিসা : দিদি, তোমার মতো কপাল পাওয়া ভার! সত্যি বলি, এক দিকেতে এত, আবার অন্য ক্ষণে ভাবি, আঘাত পাবে কত! ভগবান, তোমাকে যতটা দিয়েছেন, ততটাই নিয়েছেন। তবু তোমার দয়ায় থাকি বলে একটু ভালো আছি, নইলে শুধু খারাপটাই জুটত আমার কপালে। কিন্তু বয়স কি শুধু ক্লান্তি আনে? এর মধ্যে দেখেছ ঐ আয়নাখানায়, কেমন তোমার রূপের ছটা। রূপ যে কেবল ক্লান্তিবহুল, এমনটা তো নয়। তোমার মতন বুদ্ধিমতী পাওয়া কোথায় যায়!

পোর্শিয়া : ভালোই বললি বটে। কিন্তু যাকে তুই দয়া ভাবিস, তা আসলে আমার স্বার্থ। তুই না-থাকলে আমার কী হত?

নেরিসা : তা-ও বটে। তা হলে দু'জন মিলে কাঁদি?

পোর্শিয়া : ওরে ব্যাটা বাঁদি, বড়ই ফাজিল তুই! কিন্তু কী করা উচিত, তা কে বা জানে! কী করলে কী বা হবে, কীসের কী বা মানে! উচিত শিক্ষা বড়ই সহজ— উচিত করা শক্ত। তাই তো দেখি পাপের স্খলন করায় সকল ভক্ত। তবে এ সব কেবল তিক্ত কথা। বাবার আদেশ অমান্য করা অসম্ভব। মৃত্যুর পরও মানুষটা আমার ভাগ্য রেখেছেন কঠোর নিয়ন্ত্রণে। ফলে আমার পছন্দ-অপছন্দ, আমার ইচ্ছা, উচিত-অনুচিত জ্ঞান— সবই অলীক। নেরিসা, এটা কি ঠিক যে, জীবিত কন্যা তার মৃত পিতার ইচ্ছার অধীন থাকবে সব ব্যাপারে?

নেরিসা : অত জানি না। তোমার বাবা ছিলেন সত্যবাদী ও সৎ— আর অমন মানুষ মরার সময় ভগবানের আদেশ পেয়েই থাকেন। তাই যে-খেলাটা তিনি তৈরি করেছেন, তার নিশ্চয়ই ভালো ফলাফল হবে। আর ভাগ্য যাকে তোমার জন্য রেখেছে, সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান হবে।

পোর্শিয়া : সে তো ভাগ্যবান হবে, আমি?

নেরিসা : কেন, এতগুলো রাজপুত্র, এতগুলো নামী মানুষ তোমার জন্য ব্যাকুল!

পোর্শিয়া : ছাড় ও-সব কথা! বরং একটু খেলি, এক-এক করে বল দেখিনি. . .

নেরিসা : নেপলস-এর যে রাজা. . .

পোর্শিয়া : ঘোড়ার প্রেমে পাগল হব— এটাই আমার সাজা?

সে তো ঘোড়ার কথায় উদ্বেলিত, ঘোড়ার কথায় হাসে,
ঘোড়ার উপর, ঘোড়ার নিচে, নয়তো ঘোড়ার পাশে!
আর আস্তাবলের গন্ধ নিয়ে আমার কাছে আসে!

নেরিসা : তা হলে বলো দু' নম্বরের কথা। জমিদার যে গাঁয়ের।

পোর্শিয়া : ডানদিকে তার কেবল ত্রুটি, কী হবে যে বাঁয়ের!
ভ্রূকুটিতে কুটিল চোখে দার্শনিকের হাসি,
শুনলে পরে মনটা বলে চক্ষুজলে ভাসি।
দুটোই অপদার্থ!

নেরিসা : তা হলে তো ফরাসি ভদ্রলোকই জিতবেন, মনে হয়।

পোর্শিয়া : ঈশ্বরেরই ইচ্ছা হলে অমন দৃষ্টি হয়।
তার তো আছে তুলনা-রোগ, তার ঘোড়াটাই ভালো,
দর্শনের কথায় নাকি দুনিয়াখানাই কালো!
নিজে কী যে জানেন নাকি? ঝগড়ুটে আর পাজি,
নিজের ছায়াও শত্রু যে তার, ফেলবি নাকি বাজি?
তার ঘৃণাটাও অনেক ভালো, ভালোবাসার থেকে,
ওর কপালে বিজয় হলে বসতে হবে বেঁকে।

নেরিসা : ইংরেজ সে তরুণ সাহেব, তার কী হবে তবে?

পোর্শিয়া : অমনধারা মানুষ আমি আর দেখিনি ভবে।
না-আছে তার ভাষার দখল, না-আছে তার ছন্দ,
পোশাক পরে ভূতের মতন, চলন-চালন মন্দ।

নেরিসা : স্কটল্যান্ডের লোকটা কেমন? জার্মানটা ভালো?

পোর্শিয়া : মদের কথায় বেজায় খুশি— মদ ছাড়া মুখ কালো!
মদ খেলে সে অভব্য হয়, মদ না-খেলে বেশি।
মদের বশে ভিন্ন ভাষা— অবশ হলে দেশি।

নেরিসা : কিন্তু সে যদি ঠিক বাক্স ধরে? তুমি তো না করতে পারবে না!

পোর্শিয়া : এক কাজ কর। যে-বাক্সে আমার ছবি নেই, তার ওপর এক পাত্র মদ রেখে দে। আমায় না-পাওয়ার দুঃখ সঙ্গে-সঙ্গে ভুলে যাবে।

নেরিসা : না, না, চিন্তা কোর না। এরা সব ঘরের ছেলে, ঘরেই ফিরে যাবে। হয়তো বা তোমার জন্য দেবদাস রূপ পাবে!

পোর্শিয়া : কিন্তু বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব এক ভাবেই। তা না-হলে আমি আর তুই! চিরকাল এমন থাকব। না, তোকেই বা বিপদে ফেলি কেন!

নেরিসা : দিদি, মনে আছে, সে বার ভেনিস থেকে এসেছিল এক দল। তাদের মধ্যে ছিল এক পণ্ডিত আর এক যোদ্ধা।

পোর্শিয়া : ব্যাসানিও!

নেরিসা : হ্যাঁ। আজ অবধি এমন কাউকে দেখলাম না, যাকে তোমার সাথে অত মানায়!

পোর্শিয়া : হ্যাঁ, ব্যাসানিওকে মনে আছে।

ভৃত্যের প্রবেশ

পোর্শিয়া : কী ব্যাপার?

নেরিসা : চার জন আপনার আতিথেয়তা চান। আর মরক্কোর রাজকুমার খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আসছেন।

পোর্শিয়া : মরক্কোর রাজকুমার! কী জানি, কোন্ ছাই থেকে কোন্ হীরে পাওয়া যায়! তুমি যাও! ব্যবস্থা করো সবার থাকার। নেরিসা, কী যে জ্বালা! এক পাল গেল, আর-এক পালের পালা।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য
ভেনিস। রাস্তা

ব্যাসানিও ও শাইলকের প্রবেশ

শাইলক : তিন হাজার মুদ্রা। আচ্ছা।

ব্যাসানিও : হ্যাঁ, তিন মাসের জন্য।

শাইলক : তিন মাসের জন্য। আচ্ছা।

ব্যাসানিও : আর এর জন্য আমার হয়ে অ্যান্টনিও দায়বদ্ধ থাকবে।

শাইলক : অ্যান্টনিও দায়বদ্ধ থাকবে। আচ্ছা।

ব্যাসানিও : তা হলে কী বলো, দেবে পয়সা?

শাইলক : তিন হাজার মুদ্রা, তিন মাসের জন্য, অ্যান্টনিও দায়বদ্ধ থাকবে— আচ্ছা।

ব্যাসানিও : দেবে কি দেবে না?

শাইলক : অ্যান্টনিও সৎ বলেই পরিচিত।

ব্যাসানিও : কেউ কখনও অন্য কথা বলেছে?